প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২১ এপ্রিল, ২০১৬

"একজন শ্রমিকের জীবনের মূল্য কী? এক লক্ষ্য টাকা?"

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য কার্যকরী ক্ষতিপুরণ নির্ধারণে গণশুনানী

''আমি কারও সামনে একজন মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে পারি না, আমার জীবনের সব আশা শেষ হয়ে গেছে, এমন অবস্থা যে, আমি কাউকে আমার সমস্যার কথা বলতেও পারি না" - ঢাকার ডেমরার সেকান্দার আলী আজ সিরডাপ মিলনায়তনে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য কার্যকরী ক্ষতিপুরণ নির্ধারণে এক গণশুনানীতে এভাবে তার করুন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি একজন দক্ষ নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। ২০১৪ সালের ৩১শে মে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বর্তমানে তিনি কর্ম অক্ষম ও অসহায়। মালিক তাকে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করলে আজ পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ পান নি। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাও করাতে পারছেন না। ঠিক তেমনিভাবে নারাষণগঞ্জের মৃত শ্রমিক আফজাল হোসেনের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের অটো রাইস মিলসের শ্রমিক সবুর আলী কেউই কোন ক্ষতিপূরণ পাননি। যদি দীর্ঘদিন ধরে তাদের মামলা আদালতে চলছে।

১৭ বছরের শিশু রাকিব হোসেন ২০১৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হন । এ দূর্ঘটনায় তিনি বাম হাত হারিয়ে ফেলেন এবং ডান হাতটিও অচল হয়ে যায়। তিনি একটি ক্ষতিপূরণের মামলা করেন যা এখনও চলমান কিন্তু তার আর্থিক অনটনের কারণে চিকিৎসা করাতে পারছেন না। ব্লাস্ট ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য এসব মামলায় আইনগত সহায়তা দিচ্ছে।

আজ ২১ এপ্রিল, ২০১৬ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও সেইফটি এন্ড রাইটস্ সোসাইটি (এসআরএস) এর যৌথ উদ্যোগে বিকেল ৩ ঘটিকায় সিরডাপ মিলনায়তনে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য কার্যকরী ক্ষতিপুরণ নির্ধারণে এক গণশুনানীতে এসব ঘটনা তুলে ধরা হয। গণশুনানীর সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি মোঃ আওলাদ আলী।

গণশুনানীতে জুরী বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, "মৃত্যুর ক্ষতিপুরন হয় না, মৃত্যুর পর যে কোন নিহত শ্রমিকের পরিবারের জীবন ধারণ করার জন্য ক্ষতিপুরন নির্ধারণের জন্য কয়েকটি মানদন্ড বিবেচনায় আনার দরকার। মানদন্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে বয়স, অবসরের বয়স সীমা, মৃত্যুর সময় মাসিক আয় ও বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতি।" তিনি পোশাক শিল্পে শ্রমিকের সামাজিক কল্যাণ তহবিলের কথা উল্লেখ করে বলেন, আইন অনুযায়ী মালিক পক্ষ যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে প্রতি বৎসরে ৩,৮০০ কোটি টাকা (প্রতি ১০০ ডলার এর বিপরীতে ২.৫ সেন্ট) সে তহবিলে জমা পড়ত যা মালিকের স্বার্থে কোন হানি করত না বরং শ্রমিকের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ আরো অনেক সহায়তা দেয়া যেত।

এই গণশুনানীর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের মানদন্ড নির্ধারণের বিবেচিত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিদ্যমান আইনে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়।

গণশুনানীতে, সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, " ক্ষতিপুরন হিসেবে যে ১ লক্ষ টাকা দেয়া হয় তা বড়জোর আর্থিক সাহায্য, কোন ভাবেই ক্ষতিপুরন নয়। ক্ষতিপুরন দেয়ার আগে অবশ্যই পরিমাপ করে নিতে হবে" ।

এই গণশুনানীতে জুরী বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ছিলেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্রালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাহমুদ সুমন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট মোঃ ইদ্রিসুর রহমান এবং ব্যরিস্টার জ্যেতির্ময় বড়ুয়া, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারন সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, আইনও সালিস কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ নূর খান লিটন। জুরী বোর্ডেও সদস্যগণ অীভমত ব্যক্ত করেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী মালিকপক্ষ ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি। এভাবে নিহত ও আহত শ্রমিকের পরিবার দরিদ্রতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের বিধি-বিধান পর্যাপ্ত নয় এবং যে বিধান রয়েছে তাও অনুসরণ করা হয় না। তারা কার্যকরী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনের সুপারিশ করেন। এছাড়াও কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক মাহফুজুর

রহমান ভুঁইয়া বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যেকোন নিহত বা আহত শ্রমিকের পরিবার থেকে শ্রম কল্যাণ তহবিলে আবেদন করতে পারেন এবং নূন্যতম ২০ হাজার থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করার বিধান আছে।

গণশুনানটি সঞ্চলনা করেন ব্লাস্টের অনারারী নির্বাহী পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন। গণশুনানীতে বিচারক, শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইনজীবী, ক্ষতিগ্রস্থ ও সংক্ষূব্ধ শ্রমিক এবং তাদের পরিবার, এনজিও, অর্থনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি,শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ, শ্রম অধিকার কর্মী এবং মানবাধিকার কর্মীগণও অংশগ্রহণ করেন।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd